4

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

পড়াশোনা সরকারি কলেজে, পরীক্ষা বেসরকারিতে

॥ নূরুর রহমান ॥

নামিদামি সরকারি কলেজে লেখাপড়ার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক। এই স্বাবিকতার উল্টো চিত্র দেখা গেল এবারের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় কুমিল্লায়। ৮০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন বেসরকারি কলেজগুলো থেকে। কুমিল্লা সরকারি কলেজের ডিগ্রি পরীক্ষার্থী মাত্র ৪ জন। অবাধ নকলের জন্য খ্যাতি অর্জনকারী কলেজগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষা এলেই এসব কলেজের আশেপাশের হাটবাজারগুলো গমগম করতে থাকে। গাঁওগেরামেও বাসাবাড়ি ভাড়া দেয়ার মৌসুম হচ্ছে পরীক্ষার সময়টি।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, অবাধে নকল করার সুযোগ সুবিধার জন্য যে ক'টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে সেখানে এবং চৌদ্দগ্রামের ২টি কলেজে পরীক্ষার্থী আসে দূরদূরান্ত থেকে। সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা শহর এমনকি রাজধানী ঢাকা থেকেও। এইসব কলেজে অনিয়মিত ছাত্র নিয়মিত করারও ব্যবস্থা আছে। আছে ১ বছরের বেশি সময়ের জন্য বহিষ্কৃতের

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

পরীক্ষা ঃ সরকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ শেষ হবার আগে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ব্যবস্থা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে কিছুই করতে হয় না। শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষকে মোটা অংকের ফি দেয়া ছাড়া।

সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ছাত্ররা ভর্তির সময় ভর্তি হয়। সরকারি কলেজে ভর্তি হলেও পরীক্ষার আগে টিসি নেয়ার ধুম পড়ে যায়। অনেকে আবার ২টি কলেজে ভর্তি হয়। একটায় ক্লাস করার জন্য, অন্যটি পরীক্ষা দেয়ার জন্য। এসব কলেজে রোলকল হয়। এটা সবার জানা। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। গণটোকাটুকির দায়ে চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র বাতিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা আবার ফিরে পাওয়া গেছে। কেন্দ্র বাতিল এবং পুনরায় বহাল এই ঘটনা এইচএসসিতেও ঘটেছে। এই কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এক পরীক্ষার্থী আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনা হয়েছে পরীক্ষার্থীকে নিয়ে নয়, কলেজটিকে নিয়ে। কেমন সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলে এমন ফলাফল করা সম্ভব, এটাই ছিল মুখ্য আলোচনা। অবাধ নকলের জন্য খ্যাত কলেজগুলো স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত হয়। বলা হয়, টাকা দিলে এসব কেন্দ্র থেকে পাস করা একেবারে নিশ্চিত। ভালো ফলাফলও করা যায়। যেমনটি হয়েছে চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজে। মাঝারি ধরনের পরীক্ষার্থীরা আসে এইসব কেন্দ্রে ভালো রেজাল্ট করার জন্য।

এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায় কুমিল্লা জেলায় ২৫টি কেন্দ্রে ১৩ হাজার ১১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। সরকারি কলেজে কেন্দ্র ৭টি, পরীক্ষার্থী ২ হাজার ৬১৭ জন। বরুড়া থানায় একটি সরকারি কলেজ থাকলেও ডিগ্রি পরীক্ষাকেন্দ্রটি বেসরকারি পয়ালগাছা ডিগ্রি কলেজে। বেসরকারি কলেজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজে, ১ হাজার ২৪৬ জন। সবচেয়ে কম দাউদকান্দির গৌরিপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজ কেন্দ্রে– ৭২ জন। সরকারি কলেজের মধ্যে সব চাইতে বেশি পরীক্ষার্থী চৌদ্দগ্রামের চিওড়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে– ৮শ'। এই কলেজটিতে অবাধে নকল করার 'সুনাম' রয়েছে। গত ডিগ্রি পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে খাতা বাইরে নিয়ে লেখার ঘটনা ঘটেছে। ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক টিমের হাতে তা ধরা পড়ে। সবচেয়ে কম পরীক্ষার্থী কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে– ৯১ জন।

বেসরকারি কলেজ কেন্দ্র ও তাতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ঃ কুমিল্লা অজিতগুহ মহাবিদ্যালয় ১ হাজার ২৩৬, চান্দিনার রেদোয়ান আহমেদ কলেজ ৪৮৬, ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ ডিগ্রি কলেজ ৫৭০, নিমসার জুনাব আলী কলেজ ৮২, চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ ১ হাজার ২৪৬, গুণবতী কলেজ ৭৬৩, জুয়ানপুর আদর্শ কলেজ ৯০, দেবিদ্বার মহিলা কলেজ ৩১৮, বুড়িচং এরশাদ কলেজ ৪৮০, গৌরিপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজ ৭২, মুরাদনগরের নোমান আহমেদ কলেজ ৫৬৪, কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম কলেজ ৮৭২, হোমনা ডিগ্রি কলেজ ৪৯১, লালমাই কলেজ ৩৪৯, মুরাদনগরের হায়দ্রাবাদ জাহান হক ডিগ্রি কলেজ ১৭৩, মুরাদনগরের শ্রীকাইল কলেজ ৬৮১, লাঙ্গলকোট হাসান মেমোরিয়াল কলেজ ১ হাজার ১২৮ এবং পয়ালগাছা ডিগ্রি কলেজ ৮৯৬। সরকারি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ঃ ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ২৩০, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ ৯১, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ ২শ' ৫, হাসানপুর সরকারি কলেজ ২৩৪, দেবিদ্বার এস এ সরকারি কলেজ ৫৪৬ এবং চৌদ্দগ্রামের চিওড়া সরকারি কলেজ ৮শ'।